

নবিজির মেহমানদারি

মুহাম্মদ মিয়ান বিন রমজান

ইলহাম
শ্রী ৩ পটভূমি সত্য

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য । যিনি আমাদেরকে মানবরূপে সৃষ্টি করে শেষনবির উম্মত মনোনীত করেছেন । অগণিত দুরন্দ সালাম রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ।

মেহমানদারি নবিগণের আদর্শ । মেহমানদারি মানুষে-মানুষে বন্ধন সুদৃঢ় করে । সম্পর্কের গুরুত্ব বাড়ায় । পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ সৃষ্টি করে । মেহমানদারি সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার । মেহমানদারিতে আছে আনন্দ ও পুণ্য । এটি কল্যাণ ও মহত্ত্বের পরিচায়ক ।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক । সবসময় সর্বক্ষেত্রে সকল কাজে তাকে অনুসরণ করা আমাদের ওপর আবশ্যিক । সে হিসেবে নবিজির মেহমানদারি এবং মেজবানি কেমন ছিল তা জানা এবং মানা খুবই জরুরি । পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারি প্রথা চালু করেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ।

আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্ব থেকেই অতিথিপরায়ণে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন ।

তিনি মেহমান-মেজবান উভয় দিকে ছিলেন সবার সেরা। মেহমানদারির প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন মেহমানের সমাদর করে। [সহীহ বুখারি: ৬১৩৬]

তিনি মেহমানকে নিজ হাতে আপ্যায়ন করতেন। নিজে অভ্যর্থনা জানাতেন। বিদায়কালে কিছুদূর পথ এগিয়ে দিতেন। ঘরে খাবার না থাকলেও মেহমানের সমাদরে কোনোরূপ কমতি করতেন না। “একবার গিফার গোত্রের একলোক নবিজির মেহমান হলেন। তখন ঘরে খাবার বলতে ছিল শুধু কয়েক গ্লাস ছাগলের দুধ। নবিজি নিজে না খেয়ে তা মেহমানকে খাওয়ালেন। কিন্তু অতিথিকে বুঝতেই দিলেন না যে, তিনি ক্ষুধার্ত। এজন্য মেহমান এলে খুশি হওয়া উচিত। অন্তরে সংকীর্ণতা রাখা অশোভনীয়। মেহমান আল্লাহর রহমত ও বরকত নিয়ে আসে। আল্লাহ যাকে মেহমান হিসেবে পাঠান, তার রিজিকও পাঠিয়ে দেন। তাদের ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির পূর্বেই এই রিজিক লিখে রেখেছেন।”

মেহমানদারি শুধু খাবারের আপ্যায়ন নয়; বরং পরস্পর মানবিকতা, হৃদয়তা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণও এর উদ্দেশ্য। মেহমানদারির শিষ্টাচারের প্রতি যত্নবান হলে মেহমানদারিটা মেজবানের ওপর ভারী কিংবা কষ্টকর হয় না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে নবিজির মেহমানদারি এবং মেজবানি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি মেহমান-মেজবানের আদব-শিষ্টাচার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইলহাম-এর প্রতি, কাগজে প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য আমরা আশ্রয় চেষ্টা করেছি, এরপরেও যদি প্রিয় পাঠকের

নজরে কোনো ভুলত্রুটি বা অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে
আমাদেরকে অবগত করলে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং
পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ ।

মুহাম্মদ মিয়ান বিন রমজান

১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

সূচি

প্রথম অধ্যায়

যখন তিনি মেজবান	১৩
নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসুলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ	১৩
তিনি কখনোই “না” বলতেন না	১৫
খাদিজার বর্ণনায় তাঁর আতিথেয়তা	১৬
নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ালিমার দাওয়াত	১৮
অতিথির সাথে অভিনয় বা ভান না করা	১৯
মেহমানের খাতির-যত্ন ও আদর-আপ্যায়ন	২০
মক্কা বিজয়ের পর থেকে মেহমানদারি আরও বেড়ে গেল	২০
সর্বজনীন আতিথেয়তা	২১
শত্রু যখন অতিথি	২১
অতিথির অসৌজন্যতায় ধৈর্যধারণ	২২
তিনি যেভাবে মেহমান বিদায় করতেন	২২
মেহমানদারি না করলে নবিজির হুঁশিয়ারি	২৩
নবিজি মেহমানকে কীভাবে স্বাগত জানাতেন	২৩
মেহমান বেশি খেলে নবিজি রাগ করতেন না	২৪
মেহমান এলে খুব দ্রুত তাকে স্বাগত জানানো	২৫
উপস্থিত যা আছে, তা দিয়ে আপ্যায়ন করা	২৫
মেহমানের জন্য বসার আলাদা ব্যবস্থা করা	২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

যখন তিনি মেহমান	২৭
নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা	২৭
ছোট-বড় সকল দাওয়াত কবুল করতেন	২৯
গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন	৩০
মেজবানের অনুমতি ছাড়া সঙ্গে অতিরিক্ত মেহমান না নেওয়া	৩১
রোজা রেখেও নবিজি দাওয়াতে যেতেন	৩১
তিনি খাবারে ক্রটি খুঁজতেন না	৩২
মেজবানকে অনর্থক কিছু জিজ্ঞেস করতেন না	৩৩
মেহমানকে সাধ্যমতো আপ্যায়ন করা	৩৩
বয়স্কদের প্রধান্য দেওয়া	৩৫
তিনি রোগীর সাথেও বসে খেয়েছেন	৩৬
তিনি বিনা দাওয়াত খেতে যাওয়া পছন্দ করতেন না	৩৬
খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় কী কী	৩৭
কেউ দাওয়াত দিলে তার জন্য দোয়া করতেন	৪০
মেহমানের সঙ্গে হাস্যরস	৪২

খন্দের যুদ্ধেও মেহমানদারি	৪২
সাহাবিদের মেহমানদারি	৪৩
এক আনসারি সাহাবির মেহমানদারি	৪৪
আবু উসাইদ সাইদী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মেহমানদারি	৪৬
হজরত আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মেহমানদারি	৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

মেজবানের করণীয় ও বর্জনীয়	৪৯
মেহমানদারিতে ইখলাস থাকা	৪৯
আল্লাহভীরুদের দাওয়াত দেওয়া	৫৩
শুধু ধনীদের দাওয়াত না দেওয়া	৫৫
দাওয়াত যেন গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্য না হয়	৫৫
অতিথিকে সম্মান করা	৫৬
অতিথিকে দ্রুত খাবার পরিবেশন করা ও তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখা	৫৬
মেহমানের আপ্যায়ন নিজে করা	৫৭
অতিথিকে নিজেদের ওপরে প্রাধান্য দেওয়া	৫৮
ডানদিক থেকে খাবার পরিবেশন শুরু করা	৫৮
মেহমানের সামনে রাগ না করা ও অসহনশীল না হওয়া	৬০
সেবার মাধ্যমে অতিথিকে কষ্ট না দেওয়া	৬১
মেহমানের কারণে বিরক্তি বা অস্বস্তি প্রকাশ না করা	৬১
মেহমান খাবার গ্রহণ শেষ করার পূর্বে খাবার তুলে না নেওয়া	৬২
বিদায়কালে মেহমানের সাথে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া	৬২
মেহমানের করণীয়-বর্জনীয়	৬২
দাওয়াত কবুল করা	৬৩
দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র পার্থক্য না করা	৬৩
রোজার কারণে অনুপস্থিত না থাকা	৬৩
মেজবানের বাড়িতে যেতে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব না করা	৬৪
মেজবানের বাড়িতে প্রবেশ ও বিদায়কালে অনুমতি নেওয়া	৬৪
মেজবানের বাড়িতে তিন দিনের অধিক না থাকা	৬৫
দাওয়াত দেওয়া হয়নি এমন কাউকে সাথে নিয়ে আসতে চাইলে মেজবানের অনুমতি নেওয়া	৬৭
স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও খুশি মনে ফিরে আসা	৬৮
খাবার গ্রহণের পরে মেজবানের জন্য দোয়া করা	৬৮
মেজবানের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা	৬৯
মেহমানদারির ফজিলত	৭০

প্রথম অধ্যায়

যখন তিনি মেজবান

নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসুলের মধ্যে
সর্বোত্তম আদর্শ

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য প্রয়োগ
যোগ্য সর্বজনীন উত্তম আদর্শ ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন
রাহমাতুল্লিল আলামিন মহানবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি
ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে রয়েছে
উত্তম আদর্শ— তার জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা
করে থাকে এবং আল্লাহকে অনেক স্মরণ করে।^১

ইসলামের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মহানবি পৃথিবীতে আগমন করেছেন।
তাঁর বাণীর সর্বজনীনতার আওতায় মুমিনগণ তো বটেই, এমনকি গোটা বিশ্ব,
জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, নিসর্গ জগৎ, সকল মখলুকাত কল্যাণ ও শান্তির আশ্বাস
পায়। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা সৃষ্টি জগতের জন্য কল্যাণ

^১ সূরা আহজাব, আয়াত ২১

ও শান্তির শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহী, বিশ্বজগতের জন্য রহমত । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্য
রহমতস্বরূপ ।^২

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্র মহান চরিত্রের অধিকারী ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক । জন্মের পর হতেই তার মাঝে বিরাজ করেছিল সর্বোত্তম চরিত্র মাধুরী, সর্বোত্তম আদর্শ, মহৎ মানুষ ও সর্বোত্তম প্রতিবেশী ইত্যাকার মহত্তম, গুণাবলি । বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বভাব ছিল কলুষতা, কাঠিন্য, কর্কশতা ও অহংকার থেকে মুক্ত । তিনি ছিলেন, দয়াশীল, শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল ও ঔদার্যশীল এবং নিষ্কলুষ ও নির্ভেজাল মহামানব । শৈশব থেকে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন । তাই আরবের সকলে মিলে তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল আল আমিন ।

হিম্মত, দৃঢ়তা, সাহস, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, নির্ভরতা, ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্টি, বিপদ সহ্য করা, ত্যাগ, অল্পে তুষ্টি, স্বাবলম্বিতা, কুরবানি, দানশীলতা, নম্রতা, উন্নতি ও অনুন্নতি, এবং ছোট ও বড় সবরকমের নৈতিক বৃত্তি, সব একসাথে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাওয়া যেত । সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব ও পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতার সমাবেশ দেখা যায় একমাত্র মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে । সুতরাং যদি তুমি ধনী হয়ে থাকো, তাহলে মক্কার ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের অর্থশালী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী হও । যদি তুমি গরিব হয়ে থাকো, তাহলে আবু তালেব গিরি সংকটের কয়েদি ও মদিনার প্রবাসীর অবস্থা শ্রবণ করো । যদি তুমি বাদশাহ হয়ে থাকো, তাহলে কুরাইশদের অধিপতি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক নজর দেখো । যদি তুমি বিজয়ী হয়ে থাকো, তাহলে বদর ও হুনাইনের সিপাহসালারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো । যদি তুমি পরাজিত হয়ে থাকো, তাহলে ওহোদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো । যদি তুমি শিক্ষক হয়ে থাকো, তাহলে মদিনার “সুফফার” পরে শিক্ষালয়ের মহান শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো । যদি তুমি ছাত্র হয়ে থাকো, তাহলে

^২ সূরা আশ্বিয়া, আয়াত ১০৭

জিবরাইলের সম্মুখে উপবেশনকারীর দিকে তাকাও। যদি বজুতা ও উপদেশ দানকারী হয়ে থাকে, তাহলে মদিনার মসজিদে মিম্বরের ওপর দাঁড়ান মহান ব্যক্তি নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। যদি তুমি নিঃসঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় সত্যের প্রতি আহ্বানকারীর দায়িত্ব পালন করতে চাও, তাহলে মক্কার সহায়সম্মলহীন নবির আদর্শ তোমার জন্য আলোকবর্তিকার কাজ করবে। যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহে শত্রুদের পরাজিত ও বিরোধীদের দুর্বল করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে মক্কা বিজয়ী নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমার আদর্শ অনুসরণ করো। যদি তুমি নিজের কারবার এবং পার্থিব বিষয়াবলির ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে চাও, তাহলে বনি নাজির খায়বার ও ফিদাকের ভূসম্পত্তির মালিক নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ কারবার ও ব্যবস্থাপনা দেখো। যদি তুমি এতিম হয়ে থাকে, তাহলে মক্কার আবদুল্লাহ ও আমিনার কলিজার টুকরাকে ভুলো না।

তিনি কখনোই “না” বলতেন না

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক দয়ালু, দানশীল ও আতিথেয়তায় প্রসিদ্ধ। তিনি কোনো কিছুই তাঁর নিজের জন্য ধরে রাখতেন না, যা কিছু তাঁর নিকট আসত, তার সবই তিনি সাথে সাথে দান করে দিতেন এবং সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু যিনি দশ বছর যাবৎ নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি তাঁর দানশীলতা ও দয়াদ্রুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

ইসলামের যুগে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনোই না বলেননি। যখন কোনো কিছু চাইতেন তা তিনি সাথে সাথে দিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি এসে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চাইলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ছাগলগুলো দিয়ে দেন। লোকটি তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ,

মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে এত বেশি দান করেন, তিনি অভাবকে ভয় করেন না।^৩

অপর একটি বর্ণনায় বর্ণিত, আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِيَوْمٍ

আল্লাহর রসুল কোনো কিছুই আগামী দিনের জন্য জমা করে রাখতেন না।^৪

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বাধিক দানশীল। আর রমজান মাসে তিনি সবচেয়ে বেশি দান করতেন। যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি প্রবল বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।^৫

জাবের রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَسْئَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে, তিনি কখনো না করেননি।^৬

খাদিজার বর্ণনায় তাঁর আতিথেয়তা

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা উক্তি আল্লাহর রসুলের আতিথেয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট। তিনি সকল উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমান আনয়নকারী, জগতের শ্রেষ্ঠতম চারজন রমণীর অন্যতম। যিনি তাঁর সকল ধনসম্পদের পাহাড় রসুলের কদমে হাজির করে দেন। রসুলের সব ছেলেমেয়ে তাঁর গর্ভে জন্মলাভ করেন। তিনি ২৫ বছর উম্মুল মুমিনিন হিসেবে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি

^৩ সহিহ মুসলিম : ২৩১৫

^৪ সুনানে তিরমিজি: ২৩৬২

^৫ সহিহ মুসলিম: ২৩০৮

^৬ সহিহ বুখারি: ৬০৩৪; সহিহ মুসলিম: ২৩১১

ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। ওহি লাভের পর নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতায় তিনি সান্ত্বনা দেন এবং বলেন,

لَا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا

আল্লাহর শপথ তিনি আপনাকে কখনোই অপমান ও
অপদস্থ করবেন না।^৭

তার কারণ হিসেবে তিনি আল্লাহর রসুলের কয়েকটি বিশেষ
গুণের কথা উল্লেখ করেন। তার মধ্যে অন্যতম গুণ হলো,

وَتَقْرِي الضَّيْفَ

“আপনি অতিথির সেবা করেন”।^৮

কাবশরিফ মক্কায় অবস্থিত বিধায় হাজার হাজার বছর থেকে
কাবাকেন্দ্রিক বিভিন্ন এলাকা ও জনপদ থেকে তীর্থযাত্রীরা ভিড় জমাতো।
কুরাইশ পৌত্তলিকেরা বিদেশিদের জীবন সম্পদ লুণ্ঠনের উৎসব করত বিশেষ
করে হজ মৌসুমে। যদিও জাতিগতভাবে আরবরা অতিথিপরায়েণ কিন্তু
অসৎদের আর মূল্যবোধের বালাই থাকে না। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বাল্যকাল থেকে অসহায় বিদেশি ও অতিথিদের সহায়সম্পদ
লুণ্ঠনের দৃশ্য দেখে আসছিলেন। তাদের জুলুম নির্যাতন ও লুণ্ঠনের দৃশ্য
দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি তাদের শ্রোতের বিপরীতে গিয়ে অসহায়
মজলুম নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়ান, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।
দেশ থেকে অশান্তি দূর করা, বিদেশি মেহমানদের জানমাল রক্ষা করা, গরিব-
দুঃখীকে সাহায্য করা, দুর্বলদেরকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং
বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টায় তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর।
একজন স্ত্রীর মন্তব্য তার স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে খুবই প্রণিধানযোগ্য। কারণ,
সুখে-দুঃখে, দিনে-রাতে সকালে-বিকালে, রাগ-বিরাগ সর্বাবস্থায় নিবিড়ভাবে
স্বামীকে দেখার সুযোগ তিনিই লাভ করেন। তারপরও সবার প্রশংসার চেয়ে
খাদিজার উক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি স্ত্রীও হন অতীব বিচক্ষণ, সচেতন

^৭ সহিহ বুখারি: ৩, ৪৯৫৭, ৪৯৫৩, ৩৩৯২

^৮ সহিহ বুখারি: ৩, ৪৯৫৭, ৪৯৫৩, ৩৩৯২

ও জ্ঞান তথা প্রজ্ঞাসম্পন্ন তবে তো কথাই নেই। এছাড়াও নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবির বাণীও প্রণিধানযোগ্য।

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ালিমার দাওয়াত

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহার প্রথম বিয়ে হয় ১৪ বছর বয়সে খায়বারের প্রসিদ্ধ কবি ও সর্দার সাল্লাম ইবনে মাশকাম আল-কারাযীর সাথে।^৯

তারপর সাংসারিক জীবনে তাঁদের বনিবনা না হওয়ায় বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এরপর কিছুদিন পর তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়।^{১০}

তারপর খায়বার বিজয় হওয়ার পর নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর।^{১১}

খায়বার থেকে বের হয়ে ‘সাহবা’ নামক স্থানে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রা বিরতি করেন। এবং সেখানে সেই রাতেই সাফিয়া রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে বাসর হয়।^{১২}

তখন আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহার মাতা উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান সাফিয়াকে চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে, সুগন্ধি মাখিয়ে রসুলের জন্য প্রস্তুত করেন।^{১৩}

পরের দিন সকালে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা বিশেষভাবে তৈরি ‘হিস’ নামক একপ্রকার খাদ্য দ্বারা ওয়ালিমা করেন।^{১৪}

হাকিমের বর্ণনায় আছে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুটি ও গোশত দ্বারা সাফিয়ার বিবাহোত্তর ওয়ালিমা করেন।^{১৫}

^৯ আত-তাবাক্বাতুল কুবরা: ৮/৯৫, আল-ইসাবা: ৪/১২৬

^{১০} সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ২/২৩১, আল-ইসাবা: ৪/ ১২৭

^{১১} আত-তাবাক্বাতুল কুবরা: ৮/ ৯৬-৯৭

^{১২} আল-ইসাবা: ৪/১২৬-২৭

^{১৩} আত-তাবাক্বাতুল কুবরা: ৮/৯৬

^{১৪} আত-তাবাক্বাতুল কুবরা: ৮/৯৬

^{১৫} আল-ইসাবা: ৪/ ১২৬-২৭; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা: ৮/ ৯৬-৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ২/১৯৭

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফিয়া রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহার তাঁবুতে প্রবেশ করেন তখন আবু আইয়ুব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁবুর সামনে খোলা তরবারি নিয়ে রসুলের নিরাপত্তার জন্য সারা রাত্রি জেগে পাহারা দিতে থাকেন। সকালে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সাফিয়া একজন অল্পবয়সী তরুণী, যার পিতা, ভাই ও স্বামী আপনার সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই তাঁকে আপনার জন্য নিরাপদ মনে করিনি। তখন নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন।^{১৬}

অতিথির সাথে অভিনয় বা ভান না করা

অতিথির সাথে কৃত্রিম আচরণ না করা কিংবা এমন কোনো ব্যবহার না করা যাতে তার নিকটে অভিনয় প্রকাশ পায়। আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهَيِّنَا عَنِ التَّكْلِيفِ.

আমরা ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, (যাবতীয়) কৃত্রিমতা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।^{১৭}

অন্যত্র নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِّضَيْفِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

কেউ যেন তার মেহমানের সাথে এমন কৃত্রিম আচরণ না করে, যা করার সাধ্য (প্রকৃতপক্ষে) তার নেই।^{১৮}

অনেকে মেহমানের সমাদরের জন্য অন্যের নিকট থেকে টাকা ঋণ নিয়ে অতিরিক্তি খরচ করে থাকে। অনেকে খরচের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলে।

^{১৬} আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন: ৪/ ৩০, তারাজিমু সায়েদাতি বায়তিন নবুয়ত, পৃ. ৩৬৯

^{১৭} সহিহ বুখারি: ৭২৯৩

^{১৮} সহিহুল জামে: ৭৬০৮

এটা রসুলের সুন্নত নয়। বরং নিজের সাধ্যের মধ্যে মেহমানের সমাদর করতে হবে।

মেহমানের খাতির-যত্ন ও আদর-আপ্যায়ন

অতিথির আদর-আপ্যায়ন ও খাতির-যত্নে রসুলের কোনো সংকোচবোধ ছিল না। তিনি মেহমানের সঙ্গে একই পাত্রে বসে খেতেন। মেহমান তৃপ্তিসহকারে খেয়ে না ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। বসে থাকতেন। ভালো খাবারগুলো মেহমানের দিকে এগিয়ে দিতেন। নিজের পরিবারকে অভুক্ত রেখে তিনি মেহমানদের খাওয়াতেন।

আসহাবুস সুফফা ছিলেন নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিত্য মেহমান। তিনি তাঁদের খাতির-যত্নের কোনো কমতি রাখেননি। অন্য মেহমানদের তিনি আসহাবুস সুফফার সঙ্গে মসজিদ-ই-নববিতে থাকার ব্যবস্থা করতেন। তাছাড়া দুই নারী সাহাবি রামলা ও উম্মে শরিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহার ঘরেও মেহমানদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।^{১৯}

এতেও সংকুলান না হলে তিনি সাহাবাদের মধ্যে মেহমানদের বণ্টন করে দিতেন। তাঁদের খাতির-যত্নের তাগিদ দিতেন। সাহাবারাও তাঁদের সমাদর করতেন।

মক্কা বিজয়ের পর থেকে মেহমানদারি আরও বেড়ে গেল

কোনোপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই মক্কা বিজয় হয়।^{২০}

মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহিদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়।^{২১}

মক্কা বিজয়ের পর মদিনায় অতিথির কোনো অভাব ছিল না। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদের খেদমত আঞ্জাম দিতেন। আর

^{১৯} শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়াহ: ৪/৮০

^{২০} ফাতহুল বারী: ৪২৭৫, রহমাতুল্লিল আলামিন: ১/১১৮

^{২১} ইবনে হিশাম: ২/৩৯৯; আর-রাউয়ুল উনুফ: ৪/১৫৩

সাহাবি বেলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে রাষ্ট্রীয় মেহমানদের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন।^{২২}

সর্বজনীন আতিথেয়তা

নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতিথেয়তায় শর্তের কোনো বেড়া জাল ছিল না। ধনী-দরিদ্রের তফাত ছিল না। মুসলিম-অমুসলিমের তারতম্য ছিল না।

শত্রু-মিত্রের কোনো ফারাক ছিল না। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ওয়ালিমায় শুধু ধনীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং গরিবদের বাদ দেওয়া হয়, তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার।^{২৩}

সাহাবি রুশদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, ইসলাম গ্রহণের আগে আমি মেহমান হয়েছিলাম। তিনি আমার খোঁজখবর নিলেন। তাঁর কাছে আমাকে বসালেন। যতক্ষণ আমি তাঁর কাছে ছিলাম ততক্ষণ তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ ছিলাম। তাঁর এই অসাধারণ আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।^{২৪}

শত্রু যখন অতিথি

আরবের মুহারিব গোত্র খুবই উগ্র ছিল। কউর ইসলামবিরোধী ছিল। ইসলামের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যখন মানুষ দলে দলে মদিনায় আসতে লাগল তখন মুহারিব গোত্রেরও ১০ জন লোক মদিনায় এল। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভ্যর্থনা-আপ্যায়নের জন্য বেলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে দায়িত্ব দেন। সকাল-বিকাল তাদের আহারের সুব্যবস্থা করেন। এতে তারা মুগ্ধ-বিস্মিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিজ দেশে ফিরে গেল।^{২৫}

^{২২} সিরাতুন নবি : ২/৫০৪

^{২৩} সহিহ বুখারি : ৪৭৯৯

^{২৪} হায়াতুস সাহাবা: ১/৪৪৭

^{২৫} আসাহহুস সিয়্যার, পৃষ্ঠা : ৪৪৪